Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া আক্তার

রোলঃ 228021804

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া আক্তার

রোলঃ 228021804

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিয়া আক্তার, আইডিঃ 228021804 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

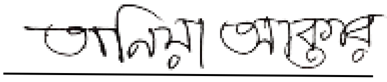

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তানিয়া আক্তার

আইডিঃ 228021804

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব- 6
সুন্নাতের পরিচয় 7
সুন্নাতের প্রকারভেদ 13
কুরআন ও হাদিসে সুন্নাতের মর্যাদা 14
ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নাতের ভূমিকা 17
পারিবারিক জীবন ও সুন্নাতের প্রভাব 19
সামাজিক জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব 25
নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে সুন্নাত 28
ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য—সুন্নাহর আলোয় হৃদয়ের প্রশান্তি 31
সত্যবাদিতা—সুন্নাহর আলোয় অন্তরের মুক্তি ও সমাজের স্থিতি 32
সত্যদর্শী হওয়া মানেই জান্নাতের পথ 34
রাগ নিয়ন্ত্রণ ও কোমল ব্যবহার—সুন্নাহর আদর্শে ভদ্রতা ও আত্মশুদ্ধি 34
অন্যের প্রতি কোমল ব্যবহারও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ 36
আধুনিক জীবনে সুন্নাহ চর্চার চ্যালেঞ্জ 40
আধুনিক জীবনে সুন্নাহ চর্চার সমাধানের পথ 43
সুন্নাত বাস্তবায়নে করণীয় ও দিকনির্দেশনা 47
সুন্নাহ পালনের জন্য ইলম অর্জন অপরিহার্য 47
নিয়তকে খাঁটি রাখা 48
ছোট ছোট সুন্নাত দিয়েই শুরু করা 48
সমাজে সুন্নাহ প্রচার ও উৎসাহ দেওয়া 49
সমাজের কটূক্তি ও ব্যঙ্গ উপেক্ষা করা 49
দোআ ও আল্লাহর সাহায্য কামনা 50
উপসংহার 51

ভূমিকা: ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব-

মানুষের জীবন এমন এক সফর, যার প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে পরীক্ষা, সিদ্ধান্ত এবং গন্তব্যের সন্ধান। এই জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে একটাই প্রশ্ন উঠে আসে—আমি কীভাবে চলবো, কোন পথে পা বাড়াবো, কার আদর্শে নিজেকে গড়বো? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সামনে একটি নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য, সর্বোত্তম আদর্শ উপস্থাপন করেছেন—তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী, হাবীব, হাদী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁর জীবনের এক একটি ধাপ, এক একটি কথা, এক একটি আচরণ—সবই আমাদের জন্য সুন্নাত।

সুন্নাত কোনো অতীতের ইতিহাস নয়, কোনো নির্জীব স্মৃতিচিহ্নও নয়। বরং সুন্নাত হলো এক জীবন্ত পথনির্দেশ, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, জীবনকে শান্তির ছায়ায় আনে, আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং চরিত্রকে করে উন্নত, মার্জিত ও উদার। ব্যক্তি জীবনে যখন কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে বেছে নেয় নিজের পথনির্দেশক হিসেবে, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে বরকত নেমে আসে, তার চিন্তায় আসে পরিপক্কতা, তার আচরণে ফুটে উঠে মহানুভবতা এবং তার অন্তরে জাগে আল্লাহর প্রেম।

আজকের সমাজে মানুষ প্রযুক্তির ঝলকে, জৌলুশের প্রতিযোগিতায়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্রোতে আত্মপরিচয় ভুলে যেতে বসেছে। মুসলিম নামধারী অনেকেই রাসূলের জীবনকে কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।”

—সূরা হাশর, আয়াত: ৭

এই নির্দেশ একটি মৌলিক চেতনা জাগিয়ে তোলে—আমাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি, কথা বলার কায়দা, অন্যের সঙ্গে আচরণ—সবই হতে হবে সেই মহান ব্যক্তির অনুসরণে, যিনি ছিলেন আল্লাহর সর্বশেষ নবী, সমগ্র মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত।

সুন্নাত কেবল ইবাদতের আড়ম্বর নয়, বরং সুন্নাত জীবনের প্রতিটি পরতে—হাসি-আঁখির ভাষা থেকে শুরু করে সংসার পরিচালনা পর্যন্ত—আদর্শ ও ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার মাঝে আছে মানবিকতা, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, বিনয়, ভ্রাতৃত্ববোধ, দয়ালুতা এবং সর্বোপরি আল্লাহভীতির পূর্ণ প্রতিফলন।

সুন্নাতের পরিচয়

সুন্নাত শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ: ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা, রীতি, আদর্শ ইত্যাদি।[2] শরয়ী পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করতে ইবনু মানযুর[3] লিখেন:

"وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث."

‘‘তবে যখন শরীয়তে সুন্নাত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের আদেশ করেছেন, যে সব থেকে নিষেধ করেছেন, কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে দিকে আহ্বান করেছেন, যা সম্মানিত কিতাব কুরআনে বলা হয় নি। এ জন্যই বলা হয়, শরীয়তের দলীল কিতাব ও সুন্নাত। অর্থাৎ হাদীস এবং কুরআন’’[4]

উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে সুন্নাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

"السنة في اصطلاح الأصوليين هي "ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن" وهذا يشمل: قوله:- صلى الله عليه وسلم-، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهمه، وتركه ".)معالم اصول الفقة عند اهل السنة والجماعة 1-118(

‘‘উসূলীদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে, ‘‘কুরআন ছাড়া যা কিছুই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে’’ এই সংজ্ঞায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, স্বীকৃতি, লিখা, ইঙ্গিত, প্রতিজ্ঞা ও বর্জন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।’’[5]

আল্লামা শাওকানী[6] রাহ. সুন্নাতের সংজ্ঞাটি যেভাবে বর্ণনা করেন:

"وأما معناها شرعًا: أي: في اصطلاح أهل الشرع فهي: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة ". (ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، الفصل الاول، في معنى السنة لغة وشرعا 1-95)

‘‘শরয়ী পরিভাষায় সুন্নাতের অর্থ, অর্থাৎ শরীয়তবিদদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন। ভাষাবিদ ও হাদীস বিশারদদের নিকট ব্যাপক অর্থে তা ওয়াজিব এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়। তবে ফিক্বহবিদদের পরিভাষায় তারা ওয়াজিব নয় এমন বিষয়ের উপর সুন্নাতের প্রয়োগ করে থাকেন। এর বিপরীতে বিদ‘আত শব্দটি ব্যবহার হয়, যেমন বলা হয়: অমুক আহলুস্-সুন্নাহ।’’[7]

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ফিক্বহের পরিভাষায় সুন্নাতের একটি অর্থ, ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য আমল।

তবে সুন্নাতের মৌলিক অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক জীবন আদর্শ। ফরয, ওয়াজিব ও নফল সবকিছুর উপর সুন্নাতের ব্যবহার হাদীসে প্রসিদ্ধ। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শই দীন। জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বের তারতম্য থেকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইবাদতের মধ্যে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মানেই দীনের মধ্যে তাহরিফ বা পরিবর্তন। দীনকে আল্লাহ তা‘আলা পরিপূর্ণ করার ঘোষণা[8] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ঘোষণা[9] দিয়ে দিয়েছেন। তাই কোনো ধরণের কম-বেশি, যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যে ইবাদত যেভাবে করেছেন তা তখন সেভাবে করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে তা খেলাফে সুন্নাত বলে অগ্রাহ্য হবে।

2] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ: سنن , ১৩/১২৪।

[3] আরবী ভাষার বিশাল শব্দ ভান্ডার সম্বলিত বিখ্যাত অভিধান ‘লিসানুল-আরব’ এর রচয়িতা আবুল ফযল জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর আল-আনসারী, জন্ম: ৬৩০ ওফাত: ৭১১

হিজরী, মোতাবেক: ১২৩২-১৩১১ ঈসায়ী। মূল আফ্রিক্বী বংশীয়, তবে তার জন্ম ও মৃত্যু মিশরে। (আল-আ'লাম: ৭/১০৮।

[4] লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত।

[5] ড. মুহাম্মদ হুসাইন ইবন হাসান, মা'আলিমুল উসূলিল ফিক্বহী 'ইনদা আহলিস্-সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, দ্বিতীয় আলোচনা, সুন্নাতের সংজ্ঞা, পৃষ্ঠা:১১৮।

[6] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ্-শাওকানী। ১১৭৩-১২৫০ হিজরী, ১৭৬০-১৮৩৪ ঈসায়ী। ইয়ামান এর সান'আর ফক্বীহ, মুজতাহিদ। উসূল, হাদীস, ফিক্বহ, তাফসীর সর্ব বিষয়ে তার পান্ডিত্য ও রচনা বিদ্যমান।

[7] আল্লামা শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহ্ক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল, প্রথম পরিচ্ছেদ, সুন্নাতের আভিধানিক এবং শরয়ী অর্থ, ১/৯৫।

[8] সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৩।

[9] সূরা আহযাব, আয়াত: ২১।

ইসলামি জীবন ব্যবস্থা মূলভিত্তির পুরো ভাগই কোরআন এবং সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে জীবন বিধান হিসেবে তাঁর মাধ্যমে গাইড স্বরূপ দান করেছেন কোরআন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে নবিজী সুন্নাহ। এ কারণেই নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পালন ও গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা এভাবে ঘোষণা দিয়েছেন-

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰىكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সুরা হাশর : আয়াত ৭)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"ذَرُوني ما ترَكتُكم فإنَّما هلَك مَن كان قبْلكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتُم ".

অর্থাৎ: "আমি যে ব্যাপারে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীদের কাছে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, আমি তোমাদের যে বিষয়ে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো এবং যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছি, তা তোমরা যতটুকু সম্ভব পালন করো।"

এই হাদিসটি বুখারী (৭২৮৮) ও মুসলিম (১৩৩৭) সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
পবিত্র কুরআন এর আয়াত ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সুন্নাতের উপর আমল করা; সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা শুধু জরুরিই নয় বরং একান্ত আবশ্যক। কারণ কুরআনুল কারিমের একাধিক আয়াত ও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদিসে তা প্রমাণিত।

১. আল্লাহ বলেন- وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ
‘সে (নবিজী সা.) নিজ থেকে মনগড়া কোনো কথা বলেন না। (তিনি যা বলেন) তা তো ওহি; যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।’ (সুরা নাজম : আয়াত ৩-৪)
২.হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ". قَالُوا: "وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ ."

অর্থাৎ: "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে ছাড়া।" তারা বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করবে?" তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে সে অস্বীকার করেছে।"

এই হাদিসটি সঠিক বর্ণনা হিসেবে বুখারী শরীফে (হাদিস নং ৭২৮০) বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদিসটি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যের গুরুত্ব এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত করে।
৩. আল্লাহ বলেন- قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ

‘(হে রাসুল! আপনি) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।’ (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৩১)

৪.হযরত ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন আমাদেরকে এমন এক বক্তৃতা দিলেন যা আমাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং চোখে পানি চলে এসেছিল। আমরা বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি বিদায় বেলায় দেওয়া উপদেশ; আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন।” তিনি বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোনো গোলাম শাসক হোক। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি মেনে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখ; আর অভিনব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদ’আত, প্রত্যেক বিদ’আত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।”

এই হাদিসটি সহীহ আবূ দাউদ (৪৬০৭) ও তিরমিযী (২৬৬) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
৫. আল্লাহ বলেন- لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ

‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।’ (সরা আহজাব : আয়াত ২১)

৬.হাদিসটি সহীহ মুসলিম-এর হাদিস নং ২০২১-এ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী হচ্ছেন সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাঃ), যিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: أَكَلَ رَجُلٌ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

হযরত সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি তোমার ডান হাতে খাও।" সে বলল, "আমি পারব না।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি যেন না পারো।" আসলে তাকে বাধা দিয়েছিল অহংকার। তারপর সে আর কখনো তার ডান হাত মুখের কাছে তুলতে পারেনি।(মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

৭. আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ
‘যে রাসুলের আনুগত্য করলো, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।’ (সুরা নিসা : আয়াত ৮০)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। কুররআন-হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নবিজীর সুন্নাত মেনে জীবন গঠনে মনোযোগী হওয়া।

- আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণে যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের আলোকে গঠন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সুন্নাতের প্রকারভেদ

সুন্নাত দুই প্রকার।যথা-

১.সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

২.সুন্নাতে যায়েদা

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা:- যে সকল কাজ রাসুল (ﷺ) নিজে সর্বদাই পালন করতেন এবং অন্যদেরকে তা পালনের তাগিদ দিতেন তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে।

যেমন —আজান ও ইকামত দেওয়া, ফজর সালাতের ফরজের পূর্বে দুই রাকাআত,জোহরের সালাতের পূর্বে চার রাকাআত ও পরে দুই রাকাআত,মাগরিব ও এশার ফরজের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

বি.দ্র: সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি।এগুলো পালন করা কর্তব্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত বিনা কারণে এগুলো পালন না করলে গুনাহ হয়।

সুন্নাতে যায়েদাঃ সুন্নাতে যায়েদা হল অতিরিক্ত সুন্নত।যে সকল কাজ নবীজি(ﷺ) করেছেন বলে প্রমাণিত তবে তিনি সর্বদা তা পালন করতেন না বরং কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন এসব কাজকে সুন্নাতে যায়েদা বলা হয়।নবীজি (ﷺ) এরূপ কাজ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।তবে এ ব্যাপারে তিনি তাগিদ করেননি এবং তা না করলে গুনাহ হয় না। সুন্নাতে জায়েদাহকে সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহও বলা হয়।

যেমন — এশা ফরজ সালাতের আগের চার রাকাত এবং আসরের ফরয সালাতের আগে চার রাকাত।

বি. দ্র: সুন্নাতে যায়েদা পালনে অনেক সওয়াব অর্জন করা যায়।তবে, তা পরিত্যাগ করলে কোন গুনাহ হবে না।

কুরআন ও হাদিসে সুন্নাতের মর্যাদা

সুন্নাতের মর্যাদা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদিস উভয় উৎসেই জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। দলিলসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

১.মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন

-وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَ مَا نَهٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا

‘আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।’ (সুরা হাশর : আয়াত-৫৯:৭)

এই আয়াতে রাসূল (ﷺ)–এর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে।যা সুন্নাত মানার প্রয়োজনীয়তা প্রমান করে।রাসূলে অনুসরণ করা ফরজ।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- আল্লাহ বলেন-

قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ

‘(হে রাসুল! আপনি) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।’ (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৩১)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন রাসূলের অনুসরণেই আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা পাওয়া যাবে।

হাদিসের দলিলঃ

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ
تَضِلُّوا بَعْدِي: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

রাসূল (ﷺ) বলেন :
" আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুই বিষয় রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সেগুলোর উপর দৃঢ়ভাবে আমল কর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।" (মুসনাদ আহমদ:২৭৪৮)

এই হাদিসের মাধ্যমে রাসূল ﷺ আমাদেরকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন :১.আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হেদায়েতের উৎস, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

২.রাসূলের সুন্নাহ: রাসূল ﷺ -এর বাণী,কর্মও সম্মতি যা ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ এবং আমাদের জন্য আর্দশ।
রাসূল ﷺ বলেছেন, " যতক্ষণ তোমরা এই দুটি বিষয় আঁকড়ে ধরবে,ততক্ষণ কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।" এটি আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি দৃঢ় আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরে।

সুন্নাত ছেড়ে দিলেই বিপদ
রাসূল ﷺ বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
“যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হলো, সে আমার দলভুক্ত নয়।”
— [সহীহ বুখারী, হাদীস: 5063; সহীহ মুসলিম, হাদীস: 1401]

অন্য এক হাদিসে সুন্নাত অনুসরণকারীর জন্য পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন

: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ"

“যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে আমাকে ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।”
— (সুনান আত-তিরমিজি: 2678;)

সুন্নাতকে জীবিত করলো অর্থ : রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা, চাল-চলন,ইবাদত, আখলাক,সামাজিকও পারিবারিক জীবনচর্চা ইত্যাদি, যা মানুষ ভুলে গেছে বা অবহেলা করছে, তা আবার চালু করে দেওয়া। রাসূলের সুন্নাহকে অনুসরণ-অনুকরণ করাই প্রকৃত ভালোবাসার প্রমাণ।শুধু মুখে ভালোবাসা প্রকাশ করলেই হয় না, বাস্তবে তা আমলে রূপ নিতে হবে,যে ব্যক্তি এভাবে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবে ও তাঁর সুন্নাহকে জীবিত করবে, তাঁর পুরস্কার হবে জান্নাতে রাসূলের সান্নিধ্য

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)বলেন, "যদি কোনো বিষয়ে কুরআনে কিছু না পাও,তবে রাসূল ﷺ - এর সুন্নাতে খোঁজো।কারণ সুন্নাতও ওহী।"

সুন্নাতের মর্যাদা,কুরআন সুন্নাত মানতে নির্দেশ দেয় হাদিস সুন্নাত মানার গুরুত্ব ব্যাখা করে,সুন্নাত মানা মানেই রাসূলের অনুসরণ- অনুকরণ, রাসূল ﷺ এর অনুসরণ মানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ।

চলতে হবে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে,এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে,নবীজির প্রতিটি কথা,প্রতিটি কাজ এবং আচরণ ছিলো এক একটি শিক্ষা,আর এটাই হচ্ছে সুন্নাত।

ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নাতের ভূমিকা

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ কে তিনি জেনো মানুষকে পথ দেখান— কিভাবে কিভাবে চলতে হবে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে,এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে,নবীজির প্রতিটি কথা,প্রতিটি কাজ এবং আচরণ ছিলো এক একটি শিক্ষা,আর এটাই হচ্ছে সুন্নাত।

•একজন মুসলমানের দিন শুরু হয় রাসূল (সা.)-এর শেখানো দোয়া ও আচার অনুসরণ করে। ঘুম থেকে উঠে তিনি বলতেন:
“আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর।”
এই দোয়াটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার স্মরণ। এই অভ্যাস একজন মানুষকে দিনভর আল্লাহমুখী ও সচেতন রাখে।

•শৌচাগারে প্রবেশের সময় রাসূল (ﷺ) নির্দিষ্ট দোয়া পড়তেন এবং বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতেন। বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হতেন। তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলেছেন। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, ওজু, মিসওয়াক—সবই ছিল তাঁর অভ্যাস।

•খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, ‘বিসমিল্লাহ’ বলা, ডান হাতে খাওয়া, নিজের দিক থেকে খাওয়া—সবকিছুই রাসূল (ﷺ)-এর অভ্যাস। তিনি কখনো খাদ্য নিয়ে নালিশ করতেন না। যে খাবার পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনবারে পানি পান করতেন এবং বসে পান করতেন। আধুনিক বিজ্ঞানেও আজ প্রমাণিত হয়েছে, এসব অভ্যাস স্বাস্থ্যকর।
•রাসূল (ﷺ)-এর ব্যক্তিগত জীবনের কেন্দ্রে ছিল নামাজ, যিকির, দোয়া ও আল্লাহর স্মরণ। তিনি নামাজের প্রতি ছিলেন সবচেয়ে যত্নবান। অসুস্থতা,ভ্রমণ,যুদ্ধ কিংবা ক্লান্তি—কোন অবস্থাতেই তিনি নামাজ ত্যাগ করেননি। তিনি বলেছেন, “নামাজ আমার চোখের শীতলতা।” তিনি সকাল-বিকাল বিভিন্ন দোয়া ও যিকির করতেন, যা তাঁর আত্মিক শক্তির অন্যতম উৎস ছিল।তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন —নামাজ হলো মুমিনের মেরাজ,এটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

•রাসূল (ﷺ) ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী ও পিতা। তিনি স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, তাঁদের অনুভূতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। কখনো অপমান করতেন না, বরং দয়া, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে সংসার জীবন পরিচালনা করতেন। নিজ হাতে কাপড় সেলাই করতেন, ঘরের কাজে অংশ নিতেন

•তিন ঘুমানোর আগে ওজু করতেন,বিসমিল্লাহ বলে তিন বার বিছানা ঝেড়ে নিতেন, ডান কাত হয়ে শুতেন এবং নির্দিষ্ট দোয়াগুলো পাঠ করতেন। এই অভ্যাস শুধু ধর্মীয় নয়, বরং এটি স্বাস্থ্যসম্মতও।

•জীবনের দুঃখ-কষ্টেও তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। তাঁর সন্তানদের মৃত্যু, যুদ্ধের কষ্ট, সমাজের বিদ্রূপ—সবই তিনি সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনো অভিযোগ করেননি। তিনি সবসময় বলতেন, “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।” এই শিক্ষা আমাদের শেখায়—জীবনের প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে কিভাবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হয়।

•রাসূল (ﷺ) জীবনে অত্যন্ত সময়ানুবর্তী ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে ইবাদত, বিশ্রাম, কাজ—সব কিছুই তিনি নির্ধারিতভাবে করতেন। ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের এই দিকটি আমাদের শেখায়, সময়কে কিভাবে গুরুত্ব দিতে হয়।

•রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম।” তাঁর জীবনে সততা, ন্যায়বোধ, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, সহানুভূতি সবকিছুই পরিপূর্ণভাবে ছিল। তাঁর জীবনের অনুসরণ করলে একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মানব হতে পারে।

সুন্নাত কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মিক ও নৈতিক জীবনব্যবস্থা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের অনুসরণ আমাদেরকে দুনিয়ার সফলতা এবং আখিরাতের মুক্তির পথে পরিচালিত করে। আমাদের উচিত, প্রতিদিন অন্তত একটি সুন্নাত নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়া।

পারিবারিক জীবন ও সুন্নাতের প্রভাব

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষ কেবল মসজিদে নয়—ঘরেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় জীবন যাপন করে। ইসলামের আলোকে গড়া পরিবার হলো জান্নাতের প্রতিচ্ছবি। এই পরিবার শুধু দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে নয়, বরং দয়া, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, আখলাক, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠে। আর এই সবকিছুর প্রকৃত রাহবার হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ব্যক্তিজীবনে মহানবী (সা.) একজন সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি পারিবারিক কাজে অংশ নিতেন। নিজের কাজ নিজেই করে নিতেন। আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি একবার আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম—
'রাসুল (সা.) ঘরে কী কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে পরিবার-পরিজনের সহযোগিতায় থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো, তখন নামাজে চলে যেতেন।' (বুখারি, হাদিস : ৬৭৬)
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও রাসুল (সা.) কতটা নমনীয় ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। তিনি অতি সাধারণ কাজও নিজ হাতে করেছেন। বিভিন্ন হাদিসে সেগুলোর বিবরণ পাওয়া যায়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 'তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই একজন ছিলেন। নিজের কাপড়ের উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।' (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ২৬১৯৪)
আয়েশা (রা.) অন্য বর্ণনায় বলেন, 'তিনি নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন এবং সাধারণ মানুষের মতোই ঘরের কাজকর্ম করতেন।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৫৮৯)
অন্য এক হাদিসে আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, জুতা মেরামত ও সাংসারিক যাবতীয় কাজ করতেন।' (ফাতহুল বারি : ১৩/৭০)
এসব হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, ঘরোয়া কাজে অংশ নেওয়া রাসুল (সা.)-এর আদর্শ। এতে সংকোচ বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বরং ঘরের নারীদের

সহযোগিতা করা এবং তাদের কষ্ট লাঘবে কাজ করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। যেন নারীরা কাজের পাশাপাশি আমল-ইবাদতেও সময় দিতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে রেখেছেন ভালোবাসা ও দয়া।" (সূরা রূম, আয়াত ২১)

এই আয়াত আমাদের শিখায়—দাম্পত্য সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে "সাকিনা" (শান্তি), "মাওয়াদ্দাহ" (ভালোবাসা) এবং "রাহমাহ" (দয়া)। অথচ আজ অনেক ঘরে এই গুণ তিনটি একেবারে অনুপস্থিত। কারণ পরিবার গড়তে গিয়ে আমরা রাসূলের দেখানো পথকে ভুলে গেছি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যেন তারা নিজেদের নিরাপদ ও সম্মানিত বোধ করেন। তিনি কখনো গালি দেননি, হিংসা করেননি, না ব্যঙ্গ করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজের হাতে কোনো স্ত্রীকে অথবা কোনো খাদেমকে মারতে দেখিনি।" (মুসলিম)

পারিবারিক জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—সন্তানদের প্রতি মমতা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ভালোবাসতেন অপারভাবে। তিনি তাদের কোলে নিতেন, চুমু দিতেন, কাঁধে উঠিয়ে নিতেন, সামনে সিজদায় গেলে পিঠে উঠে গেলে সিজদা দীর্ঘ করতেন। যখন একজন বেদুঈন বলল, "আমি তো আমার ছেলেকে কখনো চুমু দিইনি," তখন রাসূল বললেন,

«مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ»

"যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।" (বুখারী)

ঘরে যদি ভালোবাসা না থাকে, দয়া না থাকে, তাহলে সে ঘর হয় কবরের মতো—নীরস, অন্ধকার, ঠান্ডা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অন্ধকারে আলো এনেছেন।

তিনি ঘরকে কেবল ভালোবাসার জায়গা বানাননি, বরং দ্বীনের কেন্দ্র বানিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ»

"তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও।" (আবু দাউদ)

আল্লাহ তাআলাও বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾

"তোমার পরিবারকে নামাজের নির্দেশ দাও এবং এতে নিজে ধৈর্য ধর।" (সূরা ত্বা-হা: ১৩২)

এই আয়াত ও হাদীস আমাদের বলে—সংসার মানে শুধু খাবার-পানির চিন্তা না; বরং নামাজ, দ্বীনি শিক্ষা, কুরআন তিলাওয়াত, হালাল-হারাম দেখা—সব মিলিয়ে একটা সুশৃঙ্খল ইসলামী পরিবেশ গড়ে তোলা।

সুন্নাত মোতাবেক চলা পরিবার মানে — যেখানে দয়া আছে, দায়িত্ব আছে, দ্বীন আছে; যেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বোঝে, সন্তানরা আদর্শ মানুষ হয়ে বড় হয়, এবং পুরো পরিবার আল্লাহর রহমতের ছায়ায় জীবন কাটায়।

পরিবারে সময় দেওয়া

স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়া এবং মানসিক সাপোর্ট দেওয়া আদর্শ স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী-সন্তানদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। সংযমী হতে হবে কথাবার্তায়। সাহাবি উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, 'আমি একদিন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে উভয় জাহানের মুক্তির পথ কী জানতে চাইলাম। উত্তরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, কথাবার্তায় সংযমী হও, পরিবারের সঙ্গে তোমার অবস্থান যেন দীর্ঘ হয় এবং নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হও।'(তিরমিজি: ২৪০৬)

স্ত্রীর মতামত নেওয়া

মহানবী (স.) শুধু ঘরোয়া বিষয়েই নয়, মুসলিম উম্মাহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও নিজের স্ত্রীদের মতামত নিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে নবীজি (স.) উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় যা অতি কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়। (বুখারি: ২৭৩১)

পরিপাটি থাকা

স্ত্রীর সামনে নিজেকে পরিপাটি রাখা আদর্শ স্বামীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি স্ত্রীর অধিকার। রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, ‘আমি আমার স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকতে পছন্দ করি, যেমন আমিও চাই স্ত্রী আমার জন্য সাজুক।’ (বাইহাকি: ১৪৭২৮)

স্ত্রীর পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসা

স্ত্রীর পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসা একজন আদর্শ স্বামীর দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে হাদিসে একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আমি খাদিজা (রা.) ছাড়া নবী (স.)-এর পত্নীদের আর কাউকে ঈর্ষা করিনি, যদিও আমি তাঁকে তেমন পাইনি। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) যখন বকরী জবেহ করতেন তখন বলতেন, এর গোশত খাদিজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও। একদিন আমি তাঁকে রাগান্বিত করলাম, আর বললাম, খাদিজাকে এতই ভালোবাসেন? রাসুলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, তার ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।’ (মুসলিম: ২৪৩৫)

সন্তানের যত্ন নেয়া

রাসুলুল্লাহ (স.) বাচ্চাদের খুব যত্ন নিতেন। বুখারি ও মুসলিমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, ‘আমি নামাজ শুরু করে লম্বা করতে চাই, তবে শিশুর কান্না শুনে সংক্ষিপ্ত করে শেষ করি, কারণ আমি মায়ের কষ্টের তীব্রতা জানি’। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, ‘পরিবার পরিজনের প্রতি রাসুল (স.)-এর মতো দয়াবান কাউকে দেখিনি।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৯৫০)

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ

ভালোবাসা মূলত কাজে প্রমাণ করার বিষয়, কিন্তু মাঝেমধ্যে মুখেও প্রকাশ করতে হয়। কারণ, স্ত্রীর মন স্বামীর ভালোবাসার কথা শোনার জন্য সবসময় অপেক্ষায় থাকে। তাছাড়া কথার মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা নবীজির সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীদের বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কথা বলতেন। যেমন, আয়েশা (রা.)-এর প্রশংসা করে নবীজি (স.) বলেছেন, 'খাবারের মধ্যে সারিদ যেমন সবার সেরা, নারীদের মধ্যে আয়েশা সবার সেরা।' (বুখারি: ৩৪১১) খাদিজা (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার মনে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।'(মুসলিম: ২৪৩৫) ।

স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে;

পরিবারে স্বামীর করণীয়:-

- স্ত্রীকে যুক্তিসঙ্গত মোহরানা প্রদান করা।
- যথাযথ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।
- নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- পরিবারে কাজের চাপ বেশি থাকলে সামর্থ্যানুসারে গৃহস্থ কাজে সহযোগী নিয়োগ করা।
- স্ত্রীর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করা।
- একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা রক্ষা করা।
- স্ত্রীর মা-বাবাকে যথাযথ সম্মান প্রদান করা।
- স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।
- স্ত্রীর সঙ্গে ঘরোয়া খেলাধুলা, খুনসুটি করা।
- ব্যস্ততার মধ্যেও সুযোগ খুঁজে আনন্দভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

পরিবারে স্ত্রীর করণীয়:-

- স্বামীর গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- স্বামীর পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
- স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে শখের জিনিসের আবদার করা।
- স্বামীর অনুপস্থিতিতে অপরিচিত কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।
- পর্দাসংক্রান্ত বিষয়ে খেয়াল রাখা।

- স্বামীর অর্থ-সম্পদ বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষণ করা।
- নিজের সতীত্বের হেফাজত করা।
- নৈতিক বিষয়ে স্বামীর প্রতি আনুগত্যশীল থাকা।
- শুশুর-শাশুড়ির যত্ন নেওয়া।

পরিবারে মা-বাবার দায়িত্ব:-

- উত্তম পন্থায় সন্তান লালন-পালন করা।
- ইসলামি মূল্যবোধের শিক্ষা দান করা।
- আচার-ব্যবহারে সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান করা।
- সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল সম্পর্কে অবগত করা।
- সন্তানকে সচ্চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলা।
- সন্তানের কল্যাণের জন্য দোয়া করা।
- সন্তানেরা বিয়ের উপযুক্ত হলে বিয়ে দেওয়া
- সন্তানের জীবনসঙ্গীকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসা

পরিবারে সন্তানের করণীয়:-

- পরিবারের নিয়ম-কানুন মেনে চলা।
- পিতা-মাতার আনুগত্য করা।
- পিতা-মাতা ও অন্যান্য সদস্যের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
- বড়দের শ্রদ্ধা করা।
- ছোটদেরকে স্নেহ করা।
- ভাই-বোনদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করা।
- অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ না করা।
- পরিবারকে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এমন কোনো কাজে যুক্ত না হওয়া।

সর্বোপরি সুখি-সমৃদ্ধ ও শান্তিপুর্ণ পরিবার গঠনে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আনুগত্য ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে

হবে। পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে; তাই সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য প্রথমেই আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র ইসলামই মানুষকে একটি আদর্শ পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বিবাহের পূর্ব থেকেই সুখী পরিবারের জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতলকারী। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।’

(সুরা ফুরক্বান : আয়াত ৭৪)

সামাজিক জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব

মুসলিম সমাজের ভিত্তি হলো আল্লাহর নির্দেশনা এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসরণ। যখন আমরা বলি "সামাজিক জীবন", তখন আমরা আমাদের প্রতিদিনের আচরণ, সম্পর্ক এবং পারস্পরিক আচরণের কথা বলছি। সুন্নাহ আমাদের সেই আচরণগুলো কিভাবে সুন্দরভাবে পালন করতে হবে, তার একটি সঠিক দিশা দেখায়।

নবীজির জীবনে সামাজিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং শিক্ষণীয়। তিনি মানুষকে কিভাবে একে অপরের সাথে সম্মান, সহানুভূতি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা শিখিয়েছেন। এর মাধ্যমে কিভাবে আমরা নিজেদের জীবন এবং সমাজকে সুন্দর করতে পারি, তা জানাতে চাই।

১. একে অপরকে সম্মান করা (সহানুভূতি)

রাসূল (সা.) যে সম্মান এবং ভালোবাসা প্রকাশ করতেন তা ছিল ব্যতিক্রমী। তিনি কাউকে ছোট মনে করতেন না, সবাইকে এক চোখে দেখতেন। যেমন, যখন তিনি আলী (রা.) এর সাথে কথা বলতেন, তিনি তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাতেন। এই শিক্ষা আমাদের দেয়, আমরা যখন সমাজে থাকি, আমাদের প্রতিবেশী, পরিবার এবং বন্ধুদের সম্মান করা উচিত। শুধু মুখে নয়, প্রতিটি আচরণে সম্মান প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ।

যদি আপনি কারো সাথে ভালো আচরণ করেন, তাকে সম্মান দেন, তাহলে সেই ব্যক্তি নিজে থেকে আপনার সাথে সম্মানজনক আচরণ করবে। রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ এই বিষয়টি অনুপ্রাণিত করে।

২. বিভাজন না করা (একতা ও ঐক্য)

একতা সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনে। ইসলাম কোনো রকমের বিভাজন বা সমাজে বিচ্ছিন্নতা চায় না। রাসূল (সা.) বলেছেন, "মুমিনরা একে অপরের জন্য একটি একক দেহের মতো।" অর্থাৎ, যখন একজনের কষ্ট হয়, তখন অন্যদেরও কষ্ট হয়। সমাজে যদি আমরা একে অপরকে সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হিসেবে দেখি, তাহলে সবার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটি প্রতিদিনের জীবনে কীভাবে কাজে লাগানো যায়? আমাদের সমাজে নানা মতামত ও বিভক্তি থাকলেও, যদি আমরা একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং ভালো সম্পর্ক বজায় রাখি, তাহলে সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।

৩. সৎ ও ন্যায়পরায়ণ থাকা (অবিচার থেকে দূরে থাকা)

রাসূল (সা.) ন্যায় ও সত্যের জন্য আপোষ করেননি। তিনি সব সময় সঠিক কাজ করতেন, এবং কারো সাথে অবিচার বা অপসারণ করতেন না। তিনি বলতেন, "যে কোনো অবিচারের প্রতিবাদ করো, সেটা ছোট হোক বা বড়।" (মুসলিম)

আজকে আমাদের সমাজে অনেক সময় ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা সুন্নাহ অনুসরণ করি, আমাদের কর্তব্য হবে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। কাজের ক্ষেত্রে সৎ থাকা এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়া আমাদের দায়িত্ব। এই আদর্শ পালন করলে সমাজে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে।

৪. সহানুভূতি এবং দয়ার মনোভাব (সমাজের প্রতি দায়িত্ব)

রাসূল (সা.) সমাজের প্রতি দয়ার মনোভাব রাখতেন। তিনি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গরিব, অসুস্থ, নিঃস্বদের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাতেন। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তাকে দয়া করবেন।" (বুখারি)

এটি সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য একটি মূল্যবান শিক্ষা। যদি আপনি সাহায্য করতে পারেন, তবে সাহায্য করুন। ছোট ছোট সহানুভূতির মাধ্যমে আপনি সমাজে ভালোবাসা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

৫. ভালোবাসা এবং সম্পর্কের মূল্য (মৌলিক সম্পর্কের মধ্যে শান্তি)

রাসূল (সা.) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা রাখো, যেন তোমাদের হৃদয়ে শান্তি থাকে।" (তিরমিযি)

এটি আপনার প্রতিদিনের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে? পরিবারে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং মনের খিটখিটানি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সঠিক সময়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি যত্নশীল হওয়া, বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, এবং প্রতিবেশীদের সেবা করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।

৬. সহনশীলতা এবং ক্ষমা (সম্পর্কের মধ্যে শান্তি)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ভুল ক্ষমা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।" (তিরমিজি)
একটা সম্পর্ক যখন কোনো কারণে ভেঙে যায় বা সমস্যা তৈরি হয়, তখন ক্ষমা এবং সহনশীলতার গুরুত্ব বাড়ে। রাসূল (সা.) কখনোই রেগে গিয়ে কোনো কিছু বলেননি, বরং ধৈর্য ধরতেন এবং ক্ষমা করতেন। তার এই আচরণ সমাজে শান্তি এবং একতা তৈরি করেছিল।

৭. একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসা (সহযোগিতা)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো, অঙ্গীকার বাস্তবায়নে একে অপরকে সাহায্য করো।" (মুসলিম)
আজকের সমাজে একে অপরের সাহায্য ছাড়া সফল হওয়া কঠিন। রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে, আমাদের উচিত সমাজের প্রতিটি স্তরে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসা। অসুস্থ হলে, দুঃখী হলে বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়লে আমরা একে অপরকে সাহায্যকরতেশিখবো।

নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে সুন্নাত

মানুষের বাহ্যিক রূপ, তার ধন-সম্পদ কিংবা বিদ্যা—এই জগতে এসবের মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর দরবারে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে নির্ধারণকারী উপাদান হলো আখলাক—নৈতিকতা ও চরিত্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেন, তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে পরিশুদ্ধ চরিত্রে গড়ে তোলা, তাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করা, এবং এক অপূর্ণ পৃথিবীকে পূর্ণ আদর্শের আলোয় আলোকিত করা। তিনি নিজেই বলেন—

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

“আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে।”

(মুয়াত্তা মালিক, হাদীস: ১৬১৪)

এই হাদীসটি শুধু একটি উক্তি নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত দর্শন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোটা নবুওতের মিশনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষের অন্তরকে গঠনের এ কর্মযজ্ঞ। আর এ কাজে তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তা-ই হলো সুন্নাহ—যা আজও চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনের শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে একটিও কাজ নেই, যা ছিল উদ্দেশ্যহীন। তাঁর প্রতিটি কথা, হাসি, নীরবতা, ক্রোধ, দয়া—সবই ছিল শিক্ষণীয়। তাঁর সাহচর্যে থেকে সাহাবায়ে কিরাম যেমন তাঁদের চরিত্র নির্মাণে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন, তেমনি আজও যে কেউ যদি তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলে, সে অবশ্যই নৈতিকতার উচ্চশিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায় সবচেয়ে বেশি?”
তিনি বললেন—

«تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»

“আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র।”
(তিরমিজি, হাদীস: ২০০৪)

এই উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি পূর্ণ জীবনদর্শন। সুন্নাহর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে এই দুইটি গুণ প্রতিষ্ঠা করা—আল্লাহভীতি এবং সদাচার।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র ছিল এমন যে, তাঁকে যারা কাছ থেকে দেখেছে, তারা বলেছেন—তিনি রাগ হতেন, কিন্তু কখনো সীমালঙ্ঘন করতেন না; তিনি হাসতেন, কিন্তু ব্যঙ্গ করে নয়; তিনি পরামর্শ দিতেন, কিন্তু কারো আত্মসম্মানে আঘাত করতেন না। একবার এক বেদুঈন তাঁর জামার কলা ধরে এমনভাবে টান মারল যে, গলায় দাগ পড়ে গেল। সাহাবিরা উত্তেজিত হয়ে গেলেন, কিন্তু নবীজী (সা.) একটুও রাগ

করলেন না। তিনি ধীরে বললেন—"তাকে যা দরকার, তা দিয়ে দাও।" (বুখারি, হাদীস: ৩০৮৯)

এই ঘটনাটি শুধু একটি আচরণ নয়, বরং এক বিশাল শিক্ষার প্রতিফলন। একজন মানুষ কিভাবে রাগ সংবরণ করে, কিভাবে অন্তরের প্রশান্তি ধরে রাখে, কিভাবে মানুষকে গুরুত্ব দেয়—এসবই শিখতে হলে আমাদের তাকাতে হবে তাঁর সুন্নাহর দিকে।

সুন্নাহ মানুষকে শেখায় কিভাবে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। নবীজী (সা.) বলেন—

«الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ»

"প্রকৃত মুজাহিদ সে-ই, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"
(মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ২৩৪৪৫)

আজকের সমাজে যত অবক্ষয়, যত দুর্নীতি—তার মূল শিকড় অন্তরের গভীরে। মানুষ যখন নিজের লালসা, রাগ, অহংকার, হিংসা আর অপবিত্র চিন্তার দাসে পরিণত হয়, তখনই তার চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। সুন্নাহ এই অন্ধকারে আলো দেখায়। এটি কেবল শরীয়তের একটি শাখা নয়; বরং এটি এক চেতনা, যা মানুষকে শিখায় কিভাবে ভদ্র, সংযত ও খোদাভীরু হতে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল বিনয়। তিনি ছিলেন নবীদের নেতা, অথচ কখনো কাউকে তাঁর সামনে ছোট মনে করতেন না। তিনি মজলিসে প্রবেশ করলে এমনভাবে বসতেন যেন বোঝাই যেত না, তিনি নেতা। যদি কেউ নবুওতের চিহ্ন না জানত, সে চিনতেই পারত না, কে নেতা আর কে সাধারণ সাহাবি।
এই বিনয় একজন মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করে, অহংকারকে গলিয়ে দেয়। আর এই বিনয় যদি একজন নেতার চরিত্রে থাকতে পারে, তবে সাধারণ মানুষের জন্য এটি কত বেশি জরুরি!

সুন্নাহ মানুষকে শেখায় সততা। নবীজী (সা.) ছিলেন 'আল-আমীন', এমনকি কাফিররাও তাঁর সততার ওপর নির্ভর করত। হিজরতের সময়ও কাফিরদের গচ্ছিত জিনিসগুলো তিনি আমানত হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন আলী রা.-এর হাতে, যাতে সে সেগুলো ফিরিয়ে দেয়। সততা এমন একটি গুণ—যা চরিত্রের ভিতকে মজবুত করে তোলে, আর সুন্নাহ সেই ভিত্তিকে নির্মাণ করে।

সুন্নাহর মাধ্যমে একজন মানুষ শিখে সহানুভূতি ও দয়া। নবীজী (সা.) কখনো একজন গরিবকে তুচ্ছ করেননি, কখনো একজন অনাথের সঙ্গে তফাৎ করেননি। এমনকি তাঁর নাতি যখন সালাতের সময় পিঠে উঠে পড়ত, তিনি সেজদা দীর্ঘ করে দিতেন, যাতে শিশুটি খেলায় বাধাগ্রস্ত না হয়। এই মহামানবিক অনুভবই একজন মানুষকে করে তোলে সত্যিকারের নৈতিক ও চরিত্রবান।

একটি গভীর কথা নবীজী (সা.) একবার বলেছিলেন—

«خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই, যার চরিত্র উত্তম।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬০৩৫)

এ হাদীস স্পষ্ট করে দেয় যে, ইসলাম উত্তম চরিত্রকে কেবল একটি সৌন্দর্যই মনে করে না, বরং সেটিকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে।

ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য–সুন্নাহর আলোয় হৃদয়ের প্রশান্তি

ক্ষমাশীলতা কেবল একটি আচরণ নয়, বরং তা একজন মানুষকে অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি ও আত্মিক উন্নতির উচ্চতায় নিয়ে যায়। ইসলাম এই গুণটিকে শুধু উৎসাহিত করেনি; বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ক্ষমাশীলতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে ধৈর্যের অনুপম নমুনা ফুটে উঠেছে। তায়েফের ঘটনাই ধরা যাক। তিনি যখন তায়েফবাসীদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে গেলেন, তারা তাঁকে শুধু প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং রক্তাক্ত করে শহর থেকে বের করে দিয়েছিল।

ফেরেশতা এসে প্রস্তাব দিলেন, চাইলে তিনি তায়েফের মানুষদের ওপর দুই পাহাড় চাপিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু নবীজীর মুখে তখন উচ্চারিত হলো—

»اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ«

"হে আল্লাহ! আমার কওমকে হেদায়েত দাও, কারণ তারা জানে না।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৭৭)

এই হাদীস শুধু ইতিহাসের এক টুকরো নয়, বরং এটি মানবিকতা ও ক্ষমাশীলতার এক অপার শিক্ষাকেন্দ্র।

ধৈর্য আর ক্ষমা—এই দুইটি গুণ চরিত্রের ভিতকে এমনভাবে দৃঢ় করে যে, একজন মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের ভারসাম্য হারায় না। সুন্নাহ আমাদের শেখায় কিভাবে আত্মাকে প্রশিক্ষিত করতে হয়, প্রতিকূলতাকে মুচকি হাসিতে মোকাবিলা করতে হয়, এবং কিভাবে প্রতিশোধের জায়গায় ক্ষমা এনে হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন করতেহয়।

সত্যবাদিতা–সুন্নাহর আলোয় অন্তরের মুক্তি ও সমাজের স্থিতি

সত্যবাদিতা শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়—এটি একটি ঈমানি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সত্য বলতেন, এমনকি শত্রুরাও তাঁকে "আল-সাদিক" (সত্যবাদী) নামে ডাকত।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থেকো।"
(সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৯)

এই আয়াতে কেবল সত্য বলা নয়, বরং সত্যবাদীদের সান্নিধ্য গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সত্যবাদী সমাজেই শান্তি, আস্থা ও নৈতিকতা টিকে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

»عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا«...
"তোমরা সত্য বলো, কেননা সত্য সৎকর্মে নিয়ে যায়, আর সৎকর্ম জান্নাতে পৌঁছে দেয়। একজন মানুষ যতদিন সত্য বলে ও সত্য অবলম্বনের চেষ্টা করে, সে আল্লাহর কাছে 'সিদ্দীক' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়..."
(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৬০৭)

এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বহু গোনাহ করি। আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলতে পারেন কি, যেটা ধরলে আমি সেগুলো থেকে বাঁচতে পারি?"

রাসূল (সা.) বললেন:

»عليك بالصدق«

"তোমার উপর সত্যবাদিতা অপরিহার্য।"
(সুনান আদ-দারিমি, হাদীস: ২৭০;)

সে ব্যক্তি সত্য বলা শুরু করায়, ধীরে ধীরে অন্য সকল গুনাহ ছেড়ে দেয়। কারণ সে আর নিজের কাজ গোপন করতে পারত না।

রাসূল (সা.) বলেন—মুনাফিকের লক্ষণ:

»آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ«...

"মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ—যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে..."
(সহীহ বুখারী: হাদীস ৩৩; সহীহ মুসলিম: হাদীস ৫৯)

সত্যদর্শী হওয়া মানেই জান্নাতের পথ

«وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا»
"এক ব্যক্তি যতক্ষণ সত্য বলে ও সত্য অবলম্বনের চেষ্টা করে, সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক হিসেবে লিখিত হয়।"
(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬০৯৪)

সত্যবাদিতা শুধু একটি চারিত্রিক সৌন্দর্য নয়, বরং এটি ঈমানের ভিত্তি। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে—ব্যক্তিগত কথোপকথনে, ব্যবসায়ে, ইবাদতে, এমনকি দাম্পত্য জীবনে—সত্যের উপস্থিতি থাকলেই বরকত নেমে আসে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ ও কোমল ব্যবহার–সুন্নাহর আদর্শে ভদ্রতা ও আত্মশুদ্ধি

একজন প্রকৃত মু'মিন তার রাগকে বশে রাখে। কেননা রাগ যখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ নিজের চরিত্র ভুলে যায়, এমনকি সম্পর্ক ধ্বংস করে ফেলে। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণকারী—নিজের রাগকে, আবেগকে, প্রতিশোধস্পৃহাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোনালি শিক্ষা:

«ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»
"প্রকৃত বীর সে নয়, যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে; বরং প্রকৃত বীর সে, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করতে পারে।"
(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬১১৪; সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৬০৯)

এ হাদীস আমাদের শেখায়—রাগ নিয়ন্ত্রণ এক শক্তিমানের পরিচয়, একজন আত্মশুদ্ধ মানুষের প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা রাগ দমন করে, মানুষকে ক্ষমা করে—আর আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৪)

এই আয়াতে তিনটি স্তর তুলে ধরা হয়েছে—

১. রাগ সংবরণ

২. ক্ষমাশীলতা

৩. উপকার করার চেষ্টা

আর এগুলোই রাসূল (সা.)-এর চরিত্রের মেরুদণ্ড।

রাসূল (সা.) রাগ নিয়ন্ত্রণে কতগুলো সুন্নত শিখিয়েছেন, যেগুলো চর্চা করলে অন্তর প্রশান্ত হয়:

১. অবস্থান পরিবর্তন করা:

«إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ، فَلْيَجْلِسْ»

"তোমাদের কেউ যদি রেগে যায় এবং সে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে যেন বসে পড়ে।"
(সুনান আবু দাউদ: হাদীস ৪৭৮২)

২. অজু করা:

«إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»

"নিশ্চয়ই রাগ শয়তান থেকে, আর শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি; আর আগুন পানি দ্বারা নিভে। তাই কেউ রেগে গেলে অজু করুক।"
(সুনান আবু দাউদ: হাদীস ৪৭৮৪)

৩. চুপ থাকা:

«إِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ»

"যখন তুমি রাগান্বিত হও, তখন চুপ থেকো।"
(মুসনাদ আহমাদ: হাদীস ২১৩৪৭)

একটি বাস্তব ঘটনা—তবেই শিক্ষা হয়:

একবার একজন গ্রামীণ ব্যক্তি এসে মসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে দিল। সাহাবীরা তখন তেড়ে আসলেন। রাসূল (সা.) বললেন—
"তাকে কিছু বলো না, তার প্রস্রাব শেষ হোক।"
তারপর তিনি নিজ হাতে পানি এনে জায়গাটি ধুয়ে দিলেন, আর বললেন _

»إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ«
"তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে সহজতা দেওয়ার জন্য, কঠিনতা চাপানোর জন্য নয়।"
(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬০২৫; সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৮৫)

এই ঘটনা বলে দেয়—রাগ চেপে রেখে দয়াপূর্ণ আচরণ করাই ছিল রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ

অন্যের প্রতি কোমল ব্যবহারও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ

»مَنْ حَرُمَ الرِّفْقَ، حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ«
"যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়।"
(সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৫৯২)

এই হাদীস হৃদয়ে ধারণ করলে আমরা বুঝি—কঠোরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, আর কোমলতা ভালোবাসা তৈরি করে।
রাগ একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু সেটার সঠিক নিয়ন্ত্রণই চরিত্র। রাসূল (সা.) কোনো ব্যক্তিকে উপদেশ চাইলে বলেছেন:
»لا تَغْضَبْ«
"রাগ করো না।"
(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬১১৬)

তিনবার একে একে বলেছিলেন—এটিই ছিল মূল শিক্ষা।
এই এক বাক্যের মধ্যে লুকানো আছে সুন্নাহভিত্তিক চরিত্র গঠনের এক অপার দিগন্ত।

•অহংকার থেকে মুক্তি ও বিনয়ী আচরণ—সুন্নাহর আলোয় আত্মমর্যাদার শিক্ষা

অহংকার—এটি এমন এক বিষ, যা অন্তরকে বিষাক্ত করে তোলে, আর একজন মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বহুদূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিনয় হলো সেই শৃঙ্খলিত হৃদয়ের নাম, যা আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে প্রিয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবজাতির সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু তাঁর চরিত্র ছিল অতুলনীয়ভাবে বিনয়ী, নম্র, করুণাময়। এটাই সুন্নাহ—মর্যাদার শিখরে থেকেও নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবা।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا
"ভূ-পৃষ্ঠে অহংকারভরে পদচারণা করো না। তুমি কখনও পৃথিবী বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর পর্বতের উচ্চতায়ও পৌঁছাতে পারবে না।"
(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩৭)

আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি অহংকার করে চলে, তাকে তিনি অপসৃত করেন—কারণ অহংকার কেবল তাঁরই জন্য, সৃষ্টি তো সবাই তাঁর দাসমাত্র।

রাসূল (সা.) বলেন—অহংকারীর ঠাঁই কোথায়?

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»
"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"
(সহীহ মুসলিম: হাদীস ৯১)

এক সাহাবী বললেন, “মানুষ তো চায় তার পোশাক, তার জুতা ভালো হোক, এটা কি অহংকার?”

রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন:

»إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ«

“আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো—সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।”

(সহীহ মুসলিম: হাদীস ৯১)

রাসূলের বিনয়—যিনি ছিলেন গোটা জাতির নেতা:

তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বিনয়ের দৃঢ় নিদর্শন।

১. সাহাবীদের সঙ্গে বসতেন, খেতেন, হাঁটতেন—তাঁর জন্য আলাদা আসন রাখা হতো না।

২. একজন বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাজ করতেন।

৩. এক অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে কাঁপতে লাগল। তিনি বললেন—

»هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ«

“শান্ত হও, আমি তো রাজা নই। আমি সেই নারীর সন্তান, যিনি শুকনো গোশত খেতেন।”

(ইবনু মাজাহ: হাদীস ৩৩১২)

কী বিনয়! কী হৃদয়গ্রাহী উত্তর!

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা: মানুষ নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবুক—তবেই মহান হয়ে উঠবে:

»مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ«

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিনয়ী করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন।”

(সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৫৮৮)

সেই উচ্চতা—মানুষের চোখে নয়, আল্লাহর দরবারে, যা চিরস্থায়ী।

বিনয় ও আত্মমর্যাদার ভারসাম্য:

বিনয় মানে আত্মসমর্পণ নয়। রাসূল (সা.) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি—যুদ্ধে ছিলেন অগ্রভাগে, অন্যায়ের সামনে ছিলেন দেয়াল, কিন্তু নিজের জন্য ছিলেন মাটি ছোঁয়া।

তিনি বলেন:

«لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»

"কোনো মুমিনের জন্য নিজের অপমান করা উচিত নয়।"
(সুনান তিরমিযি: হাদীস ২২৫৪)

ঘৃণা, গর্ব, বড়ত্ব—এসব শয়তানি বৈশিষ্ট্য:

إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ

"ইবলিস অস্বীকার করল ও অহংকার করল।"
(সূরা আল-বাকারা, ২:৩৪)

শয়তান জান্নাত হারাল কেবল অহংকারের কারণে। আর যারা অহংকারী, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন না।
(সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৮৬৫)

বিনয় এমন এক গুণ, যা হৃদয়কে নরম করে, সম্পর্ককে মজবুত করে, দ্বীনকে সহজ করে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। অহংকার সে গুণ, যা মানুষকে ধ্বংস করে—ইহকালেও, কালেও

আধুনিক জীবনে সুন্নাহ চর্চার চ্যালেঞ্জ

আজকের পৃথিবী প্রযুক্তিতে যত অগ্রসর, মূল্যবোধে যেন তত বেশি পিছিয়ে। চারপাশে যত উজ্জ্বলতা—তত বেশি অন্ধকার মানবিকতায়। ঠিক এই জটিল সময়ে, একজন মু'মিন যখন সুন্নাহর আলোয় জীবন সাজাতে চায়, তখন সে শুধু নিজের নফসের সঙ্গেই লড়ছে না—লড়ছে পুরো সমাজব্যবস্থার বিপরীতে।

১. সুন্নাহর সঙ্গে 'পিছিয়ে পড়া'র ভুল ধারণা

আধুনিক সমাজে সুন্নাহ মানেই যেন একটা প্রতীক—"ধর্মীয় কট্টরতা", "গোঁড়ামি", কিংবা "নতুন যুগে চলার অযোগ্য কিছু"। অথচ সুন্নাহ তো ছিল সবচে' অগ্রসর, সবচে' ভারসাম্যপূর্ণ, সবচে' মানবিক এক জীবনব্যবস্থা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

»خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ«

"সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ (সা.)-এর পথনির্দেশ।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮৬৭)

সুন্নাহ কখনো সভ্যতার প্রতিকূল নয়, বরং সভ্যতার আসল সৌন্দর্য।

২. লোকলজ্জা ও সামাজিক চাপ

কেউ যখন টাখনুর উপর কাপড় পরে, মিসওয়াক ব্যবহার করে, কিংবা রাসূলের মতো খাওয়া-চলা করে—তখন সে অনেক সময় তার চারপাশে হাসি-ঠাট্টার পাত্রে পরিণত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

»مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ«

“যে মানুষকে খুশি করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের ওপর ছেড়ে দেন। আর যে আল্লাহকে খুশি করতে গিয়ে মানুষকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।”
(সুনান তিরমিযি: ২৪১৪)

৩. সময় নেই—এই মিথ্যা অজুহাত

জীবন আজ এত ব্যস্ত যে মানুষের কাছে সুন্নাহ হয়ে গেছে বিলাসিতা। অথচ মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সবচে’ ব্যস্ততম মানুষ, তবু প্রতিটি কাজে সুন্নাহর আদর্শ স্থাপন করেছেন।

হাদীস:
«إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ»
“তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা-ই ব্যয় করবে, তাতেই সওয়াব পাবে— যদি তা স্ত্রীর মুখে খাবার তোলা হয়।”
(সহীহ বুখারী: ৫৬, মুসলিম: ১৬২৮)

সুন্নাহ মানে আলাদা কিছু নয়; বরং প্রতিটি সাধারণ কাজকেই ইবাদতে পরিণত করার পাথেয়।

৪. অজ্ঞতা ও ডিজিটাল বিভ্রান্তি

অনেকেই বলে, “আমার অন্তর পরিষ্কার, বাহ্যিক সুন্নাহর কী দরকার?” অথচ রাসূল (সা.) তাঁর বাহ্যিক হেদায়াত দিয়েই আমাদের মন ও সমাজকে শুদ্ধ করতে এসেছেন।

আল্লাহ বলেন:
«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»
“রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো; আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।”

(সূরা হাশর, আয়াত: ৭)

৫. সামাজিক ট্রেন্ড ও লাইফস্টাইলের দাসত্ব

আজকের তরুণরা জীবন মানে বুঝে—ভ্লগ, ফ্যাশন, ফিল্টার, স্টাইল, স্ট্যাটাস। অথচ রাসূল (সা.) বলেছিলেন—

»الْبَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَانِ«

"সাধারণ জীবনযাপন ঈমানের অংশ।"
(সুনান আবু দাউদ: ৪১৬১)

তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, অথচ সবচেয়ে প্রভাবশালী। আমরা আজ দুনিয়ালোভী, তবু আত্মিকভাবে শূন্য।

৬. দ্বীনকে 'জীবনের বাইরের' কিছু ভাবা

ব্যবসায়, রাজনীতিতে, অফিসে, লাইফস্টাইলে—সেখানে ইসলামের কথা বললেই অনেকে বলে, "এখানে ধর্ম টানো না।" অথচ ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, আর সুন্নাহ তার বাস্তব রূপ।

৭. তবুও কিছু হৃদয় আছে যারা জ্বলে

যুগ যতই অন্ধ হোক, কিছু হৃদয় এখনো রাসূলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে। তারা হয়তো সংখ্যায় কম, হয়তো সমাজে অচেনা—কিন্তু তারা রাসূলের প্রিয় উম্মত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

»الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ«

"যে ব্যক্তি দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে, সে যেন আগুনের অঙ্গার হাতে ধরে রেখেছে।"
(সুনান তিরমিযি: ২২৬০)

»طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ«

"গরীবদের জন্য সুখবর।"

(মুসনাদ আহমাদ: ৭৯৫৩)

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য শুধু সমস্যার তালিকা নয়—বরং সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত।
কেননা যারা রাসূলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে, তাদের আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় রাখবেন।
তাদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, অন্তর হবে প্রশান্ত, আর কবর হবে জান্নাতের এক বাগান।

আধুনিক জীবনে সুন্নাহ চর্চার সমাধানের পথ

যুগ বদলেছে। প্রযুক্তি, ব্যস্ততা, সংস্কৃতি—সবকিছু বদলে গেছে। কিন্তু বদলায়নি মানুষের একান্ত প্রয়োজন—আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক স্থিতি ও কল্যাণের পথ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহই সেই চিরন্তন আলো, যা আধুনিক জীবনের অন্ধকারে আমাদের একমাত্র দিশারী। প্রশ্ন হলো, এত প্রতিকূলতা ও বিভ্রান্তির ভেতর, একজন মুসলিম কীভাবে এই সুন্নাহর আলোকে আঁকড়ে ধরবে?

১. অন্তরের ইচ্ছাই প্রথম আলো

সুন্নাহ চর্চার শুরুটা হতে হবে অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে। রাসূলের পথে ফিরে যেতে হবে হৃদয়ের ডাক শুনে, লোক দেখানো নয়।

হাদীস:

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।”
(সহীহ বুখারী: হাদীস ১; মুসলিম: ১৯০৭)

যদি হৃদয়ে এই নিয়ত জাগে—“আমি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি, তাই আমি তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করবো”—তবে এককথায় বলা যায়, সফলতার দ্বার খুলে গেছে।

২. জ্ঞান ছাড়া সুন্নাহ চর্চা হয় না

অনেকেই সুন্নাহ বলতে বোঝে দাড়ি রাখা, টাখনুর ওপর কাপড়, হাতে মিসওয়াক। কিন্তু আসল সুন্নাহ তো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা—যেখানে চরিত্র, আদব, দয়া, ইনসাফ সবকিছু আছে।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“তোমরা যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।”

(সূরা নাহল: আয়াত ৪৩)

সুতরাং, ইউটিউবের ভিডিও দেখে নয়—বিশ্বস্ত আলেম, সহীহ হাদীসভিত্তিক কিতাব ও প্রশিক্ষণ থেকে সুন্নাহর প্রকৃত রূপ বুঝে চর্চা করতে হবে।

৩. অল্প করে শুরু করুন, কিন্তু নিয়মিত করুন

সবকিছু একসাথে পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে একটুকরো সুন্নাহ দিয়ে শুরু করুন। ধীরে ধীরে অন্তর আলোকিত হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»

“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই যেটা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প।”

(সহীহ বুখারী: ৬৪৬৪; সহীহ মুসলিম: ৭৮৩)

আজ থেকে একটি সুন্নাহ নিন—যেমন সালামের প্রচলন, খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলা, বা রাতে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পড়া।

৪. ঘর হোক সুন্নাহ চর্চার প্রথম মঞ্চ

আপনি একা সুন্নাহ মানলে সমাজে টিকে থাকা কঠিন হবে। তাই নিজের ঘরকে বানান সুন্নাহর বাস্তব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। স্ত্রী-সন্তানদেরও রাসূলের আদর্শ শেখান, ঘরের পরিবেশ সুন্নাহময় করে তুলুন।

হাদীস:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"
(সহীহ বুখারী: ৮৯৩; মুসলিম: ১৮২৯)

রাসূলের ঘরের আদর্শ কেমন ছিল, তা আমরা যদি চর্চা করি, তবে আমাদের সন্তানরাও সহজেই সুন্নাহ ভালোবাসতে শিখবে।

৫. বন্ধু নির্বাচনে হোক সুন্নাহ কেন্দ্রিকতা

বন্ধুরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের কথা স্মরণ না করায়, তবে সে সম্পর্ক ধীরে ধীরে আমাদের সুন্নাহ থেকে সরিয়ে ফেলবে। তাই এমন বন্ধু বাছুন, যার পাশে থাকলে আপনি দ্বীনের দিকে ফিরে যেতে পারেন।

হাদীস:

«الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ»

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়ে যায়।"
(সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৩৩)

আসুন এমন মহল তৈরি করি, যেখানে রাসূলের সুন্নাহ নিয়ে কথা হয়, আলোচনা হয়, ভালোবাসা জন্মায়।

৬. আল্লাহর ভয়কে রাখুন সর্বাগ্রে

মানুষ কী বলবে—এই ভয় যেন সুন্নাহ পালনের পথে বাধা না হয়। রাসূলের সাহাবীরা তো কাফেরদের মাঝেও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছেন।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾

"তোমরা মানুষের ভয় কোরো না; বরং আমাকে ভয় করো।"

(সূরা মায়েদা: ৪৪)

সুন্নাহ পালনে লজ্জা নেই, বরং গর্ব আছে। কারণ, এ পথই জান্নাতের পথ।

৭. সুন্নাহকে ভালোবাসুন প্রাণ দিয়ে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ মানে কেবল কিছু নিয়ম নয়—এটা এক প্রেম, এক আত্মিক বন্ধন। যিনি এই সুন্নাহকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবেন, জান্নাতে তিনি হবেন রাসূলের সঙ্গী।

হাদীস:

«مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»

"যে আমার সুন্নাহকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।"

(সুনান তিরমিযি: ২৬৭৮)

এই প্রেম থেকেই আসে বাস্তব অনুসরণ। তাই আসুন, সুন্নাহকে শুধু মানি না—ভালোবাসি।

আমরা হয়তো সব কিছু একদিনে করতে পারবেন না। কিন্তু প্রতিদিন একটু করে এগিয়ে যাই। হয়তো সেই ছোট একটি সুন্নাহই হবে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার

টিকেট। আজ থেকেই শুরু হোক ইনশাআল্লাহ ।

সুন্নাত বাস্তবায়নে করণীয় ও দিকনির্দেশনা

সুন্নাত কেবল অতীত ইতিহাস নয়, বরং এটি এক জীবন্ত আদর্শ; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ, যা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেয়। তবে এই সুন্নাহর পথ বাস্তব জীবনে চালু রাখার জন্য প্রয়োজন ইলম, নিয়ত, ধৈর্য ও সঠিক দিকনির্দেশনার। রাসূলের জীবন জানাই হলো সুন্নাহ চর্চার প্রথম সোপান, কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে সহীহ হাদিসের প্রতি ভালোবাসা, নিয়মিত অধ্যয়ন,উলামায়ে কেরামের থেকে শেখা এ সবই সুন্নাহের প্রতি আত্মিক সংযোগ সৃষ্টি করে

সুন্নাহ পালনের জন্য ইলম অর্জন অপরিহার্য

যে ব্যক্তি জানে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করেছেন, সে কখনো তাঁর সুন্নাহ পালন করতে পারবে না। তাই প্রথম ও প্রধান করণীয় হলো সহীহ ইলম অর্জন করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"যার প্রতি আল্লাহ্ কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১

তাই সুন্নাহ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ— সহীহ জ্ঞান, কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ।

নিয়তকে খাঁটি রাখা

সুন্নাহ পালনের পেছনে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি, লোক দেখানো বা বাহ্যিক প্রশংসা নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সমস্ত কাজের মূল্যায়ন নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ১

এ কারণে সুন্নাতের প্রতিটি অনুসরণ শুরু হোক শুদ্ধ নিয়ত দিয়ে।

ছোট ছোট সুন্নাত দিয়েই শুরু করা

অনেকেই সুন্নাত বাস্তবায়নে হঠাৎ বড় কিছু করতে গিয়ে টিকে থাকতে পারেন না। তাই করণীয় হলো— প্রতিদিনের জীবনে ছোট ছোট সুন্নাহ ধরে রাখা — যেমন ঘুমানোর দোআ, সালাম দেওয়া, খাবারের আগে-পরে বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলা, ডান দিক দিয়ে কাজ শুরু করা, মিসওয়াক ব্যবহার করা। এ সব সহজ কিন্তু ফজিলতপূর্ণ আমল দিয়ে শুরু করলে ধীরে ধীরে অন্তরে রাসূলের ভালোবাসা গেঁথে যাবে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

"তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর দান করার মাধ্যমেও হয়।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৫১০

অর্থাৎ ছোট আমলও আল্লাহর কাছে বড়, যদি তা ইখলাস ও সুন্নাহ মোতাবেক হয়।

সমাজে সুন্নাহ প্রচার ও উৎসাহ দেওয়া

নিজে পালন করার পাশাপাশি সুন্নাতকে ছড়িয়ে দেওয়াও আমাদের দায়িত্ব। তবে সেটা হওয়া চাই হিকমত, কোমলতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াতই হয়।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৬১

এ হাদীসের মর্মবাণী হলো— নিজের সাধ্য অনুযায়ী রাসূলের পথকে সমাজে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা।

সমাজের কটূক্তি ও ব্যঙ্গ উপেক্ষা করা

সুন্নাহ চর্চায় আজ অনেক সময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ,সমাজ বা পরিবারে কেউ কেউ বাধা দেয়।এ সময় ধৈর্য ধরতে হয়,কারণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই জীবনে বারবার কষ্ট সহ্য করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন,যারা ধৈর্য ধরেন তাদের জন্যই রয়েছে মহান পুরস্কার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ

"ফিতনার সময়ে ইবাদত করা আমার দিকে হিজরতের সমান।"
— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৯৪৮

যারা সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে আজকের এই বিভ্রান্ত সময়ে বেঁচে থাকেন, তারা রাসূলের দিকে হিজরতের সাওয়াব পান— কী অপার সৌভাগ্য!

দোআ ও আল্লাহর সাহায্য কামনা

বেশি বেশি দোয়া করা সুন্নাহ পালনের তৌফিক চাওয়ার দরকার আল্লাহর কাছে কারণ হিদায়াত তিনিই দেন এবং তিনিই আমাদের অন্তর সুন্নাহের জন্য প্রসারিত করেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেনঃ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ! আমাকে আপনার স্মরণ, আপনার শোকরগুজারি এবং উত্তম ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য করুন।"
— সহীহ আবু দাউদ, হাদীস: ১৫২২

এই দোআ প্রতিদিন পড়া, সুন্নাহর পথে চলার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি জোগায়।

সুন্নাহ কেবল নির্দিষ্ট কিছু আমল নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এই পথের প্রতিটি পদক্ষেপে আছে আল্লাহর রহমত, রাসূলের প্রেম, এবং অন্তর শান্তির সন্ধান। তবে তা বাস্তবায়নের জন্য চাই জ্ঞান, নিয়ত, ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্য।এটি এমন এক আলো, যা কেবল রাসূলের যুগেই নয়, আজও পথ দেখায় বিভ্রান্ত পৃথিবীকে। সুন্নাহ চর্চা মানে কুরআনের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা, আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের পথে হাঁটা, এবং এক পরম নিরাপত্তার ছায়ায় জীবনযাপন।
যদি আমরা সত্যিই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাই, যদি আমরা চাই কিয়ামতের দিনে হাউজে কাউসারের পাশে দাঁড়াতে— তাহলে আজ, এখনই, আমাদের জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, আঁকড়ে ধরতে হবে।এটি এমন এক আলো, যা কেবল রাসূলের যুগেই নয়, আজও পথ দেখায় বিভ্রান্ত পৃথিবীকে। সুন্নাহ চর্চা মানে কুরআনের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা, আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের পথে হাঁটা, এবং এক পরম নিরাপত্তার ছায়ায় জীবনযাপন।
যদি আমরা সত্যিই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাই, যদি আমরা চাই কিয়ামতের দিনে হাউজে কাউসারের পাশে দাঁড়াতে— তাহলে আজ, এখনই, আমাদের জীবনে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, আঁকড়ে ধরতে হবে।

উপসংহার

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ—তা কেবল কতগুলো নিয়ম বা চর্চার নাম নয়। বরং তা এক জীবন্ত প্রেম, এক মহাসত্যের বহমান ধারা, যা একজন মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছানোর জন্য সৌন্দর্য, ভারসাম্য ও জ্ঞানের অলংকারে অলংকৃত করে তোলে। সুন্নাহর প্রতিটি চালচলন, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি নীরবতা এমন এক দীপ্তি বহন করে, যা নফসের অন্ধকার ভেদ করে অন্তরকে আলোকিত করে।

ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি স্তরে সুন্নাহ অনুপম দৃষ্টান্ত। ঘুম থেকে জাগার মুহূর্তে কী পড়তে হবে, কীভাবে মুখ ধুতে হবে, কীভাবে খাবার শুরু করতে হবে, পিতা-মাতার সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, স্ত্রী-সন্তানকে ভালোবাসার ভাষা কেমন হবে— এসব সবখানে রয়েছে রাসূলের রেখে যাওয়া পরিপূর্ণ পথনির্দেশ। এমন নিখুঁত জীবনদর্শন পৃথিবীর আর কোনো নেতৃত্বের মাঝে নেই। এ এক অদ্বিতীয় আলোর ধারা, যার উৎস আসমান, আর প্রতিফলন একজন মানুষের— রাসূলুল্লাহর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ, চাল, চাহনি ও অভিব্যক্তিতে।
তাঁর এই সুন্নাহ এক রকমের রহমত, যা শুধু তাঁকে ভালোবাসার মাধ্যমে পাওয়া যায় না— বরং তাঁর পথকে ভালোবাসতে হয়, তাঁর রীতি-নীতি, অভ্যাস ও আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। এ পথ কাঁটারও, আবার ফুলেরও। কখনো আত্মত্যাগের, আবার কখনো হৃদয়-নিবেদনের। কিন্তু এ পথই শান্তির, এ পথই মুক্তির।

আমাদের হৃদয়ে যতটুকু আল্লাহর ভয় জাগ্রত হবে, ততটুকুই আমরা রাসূলের সুন্নাহর দিকে ঝুঁকে যাব। কারণ, রাসূলের সুন্নাহ আল্লাহর রাস্তা— আর সে রাস্তা সরল, পরিষ্কার, চিরজীবন্ত। সুন্নাহর আলোয় আলোকিত জীবন মানেই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জীবন পরিচালিত করা। আর যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিজীবনে সুন্নাহকে প্রাধান্য দেয়, সে আসলে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আখিরাতের ফুল বুনতে থাকে— একের পর এক।

সুন্নাহ আমাদের আত্মাকে শুদ্ধ করে, হৃদয়কে কোমল করে, চরিত্রকে নির্মল করে। এ সুন্নাহ কখনো কঠোরতা নয়, বরং কোমলতা; কখনো কণ্ঠরোধ নয়, বরং অন্তরের মুক্তি; কখনো সংস্কারের বোঝা নয়, বরং হৃদয়ের ভালোবাসায় গড়া এক মহান জীবনদর্শন।

একটি আলো জ্বালানো ঘটনা

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ এমনভাবে অনুসরণ করতেন, যেন তিনি রাসূলের ছায়া। একবার তিনি সফরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক স্থানে উট বসিয়ে নামলেন, দু'রাকাত নামাজ পড়লেন, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর উঠলেন এবং সফর শুরু করলেন। লোকজন জানতে চাইলে তিনি বললেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ঠিক এখানেই বসেছিলেন, নামাজ পড়েছিলেন। তাই আমি বসেছি।"
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৮৭৪৮)

এমন ছিল তাঁদের সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা— কেবল হুকুম মানা নয়, ভালোবাসার জন্যই অনুসরণ।

একটি হৃদয়স্পর্শী দোয়া

<اللَّهُمَّ اجعلنا ممن يحبون نبيك، ويتبعون سنته، ويحيون بهديه، ويموتون على أثره، ويبعثون في زمرته.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার নবীকে ভালোবাসে, তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর পথের আলোতে জীবন পরিচালনা করে, তাঁর আদর্শে মৃত্যু বরণ করে এবং কিয়ামতের দিন তাঁর সঙ্গেই উঠানো হয়।

সুতরাং ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি পারত সুন্নাহকে ধারণ করা মানে — জীবনকে অর্থপূর্ণ করা, সময়কে বরকতময় করা,মৃত্যুকে সার্থক করা এবং চিরজীবনকে আলোকিত করা।